দৈনিক বাংলা

016

তারিখ ...27/12/83...
পৃষ্ঠা... ...5 কলাম 3... ...

ক্যাডেট কলেজ এবং জাতীয় সশস্ত্রবাহিনী

সভাপতি, ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধর্মীয় শিক্ষাঃ ক্যাডেট কলেজগুলিতে নিয়মিত ধর্মীয় উপদেশ ও পাঠ্যক্রমের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে ইসলামিয়াত বা ইসলামী ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব যথাযথ মর্যাদায় এবং ক্যাডেটদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরিচালনার মাধ্যমে উদযাপিত হয়।

প্রকাশ ক্ষমতা ও মননশীলতাঃ প্রকাশ ক্ষমতা ও প্রকাশ ভঙ্গি একটি ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বসুলভ গুণাবলী বিকাশের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রকাশ ক্ষমতা ও প্রকাশ ভঙ্গি বৃদ্ধিকল্পে ক্যাডেট কলেজগুলিতে নিয়মিত বিতর্ক, নির্ধারিত ও উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদির প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ক্যাডেটদের মননশীলতা বৃদ্ধিকল্পে রয়েছে নিয়মিত চারু ও কারুকলা অনুশীলন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকচর্চা ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত নিত্যনৈমিত্তিক ও বাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে ক্যাডেটদের মধ্যে যে শৃংখলাবোধ, সৌন্দর্যবোধ, সম্ভ্রমবোধ, দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিসত্তা এবং সামাজিক সত্তার বিকাশ ঘটে, স্বাভাবিকভাবেই তা প্রতিফলিত হয় পরবর্তী কর্মজীবন ও পেশায়।

এখন আসা যাক একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে। উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সে দেশগুলিতেও ক্যাডেট কলেজগুলির অনুরূপ নির্বাচিত বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সমপর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেকটা আলাদা। অতএব জাতির বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা শিক্ষায়তনের এরূপ বিভিন্নতা সাধারণত সব দেশেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং শিক্ষাপ্রক্রিয়ার এ বিভিন্নতা বা বৈচিত্র বৈষম্য হিসাবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। এ বিভিন্নতাকে ব্যাপকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকার সম্প্রতি যে নীতি ঘোষণা করেছেন, ক্যাডেট কলেজের অবস্থান সে নীতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পূর্ববর্তী চারটি ক্যাডেট কলেজ যথেষ্ট না হওয়ায় সরকারী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলগুলোকে অধিকতর কল্যাণসূ করার অভিপ্রায়ে সরকার ইতিমধ্যেই সিলেট, রংপুর, পাবনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা—এ ছয়টি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলকে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করেছেন। এই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ যেটি আগে রেসিডেন্সিয়াল গার্লস মডেল স্কুল ছিল। প্রথমবারের মতো মেয়েদের জন্য ক্যাডেট কলেজের সার্বিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হলো যা অবশ্যই এ দেশের নারী জাগরণের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। শিক্ষার মৌলিক আদর্শকে সমুজ্জ্বল রেখে গতানুগতিকতা থেকে একে সরিয়ে বাস্তব জীবনভিত্তিক শিক্ষার পথে ক্যাডেট কলেজ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আশা করা যায়।

ক্যাডেট কলেজ জনসাধারণের কাছে আজ আশা-আকাংক্ষার প্রতীক। এ প্রসঙ্গে ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে অনুষ্ঠিত আন্তঃ ক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ভাষণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জেনারেল এরশাদ যে বক্তব্য রাখেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার মান ও শৃংখলা জাতির কাছে প্রমাণ করেছে যে তারাই দেশের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।' এদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে এ কারণেই আজ জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই, বরং বর্ধমান আগ্রহই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব ক্যাডেট কলেজসমূহ কোনরূপ ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ, অবাঞ্ছিত প্রভাব বা রাজনৈতিক চাপ হতে মুক্ত থেকে একটি আদর্শ ও উৎসর্গিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে এদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে।

কেউ কেউ মনে করেন ক্যাডেট কলেজে শুধু বিত্তবান মানুষের সন্তানসন্ততিরাই পড়াশোনার সুযোগ পায়। কিন্তু এ বিষয়ে জরিপ করে দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী পরিবারের ছেলের সংখ্যা শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ। আরও দেখা গেছে নিম্ন শ্রমজীবী পরিবারের অনেক ছেলে ক্যাডেটকলেজ শিক্ষার পটভূমি নিয়ে জীবনে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জাতীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখছে। কিন্তু আভিজাত্য কিংবা সামাজিক প্রতিপত্তি, এসবের কোনটাই ক্যাডেট কলেজে ভর্তির ব্যাপারে বিবেচ্য নয়। শুধুমাত্র মেধা এবং শারীরিক যোগ্যতার ভিত্তিতেই প্রার্থী বাছাই করা হয় এবং পরিবারের আয়ের উপর ভিত্তি করে ক্যাডেটদের বৃত্তি দেয়া হয়। গরীব বা অনাথ হলে গভার্নিং বডিসমূহের চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে সামান্য ফিস বা ফিস ছাড়াই কলেজে পড়ার সুযোগ পেতে পারে। মোট কথা, একজন প্রার্থীর মেধা ও শারীরিক যোগ্যতা ছাড়া পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক পদমর্যাদার সঙ্গে ক্যাডেট নির্বাচনের কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই।

প্রতি বছর, বছর শেষ হওয়ার অন্ততঃ এক মাস আগে গভর্নিং বডিসমূহের চেয়ারম্যান সেনা সদর দফতর থেকে পরবর্তী বছরে সবগুলো কলেজে ক্যাডেট ভর্তির জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অভিভাবকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করেন। নির্ধারিত আবেদনপত্র ও বিবরণপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ সেই কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাসে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ক্যাডেট নির্বাচিত হতে প্রার্থীর আবশ্যিক যোগ্যতা নিম্নরূপঃ

(ক) ভর্তির বছর পহেলা জানুয়ারীতে প্রার্থীর বয়স ১১ থেকে ১২½ বছর হতে হবে।

(খ) ষষ্ঠ শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে।

(গ) শারীরিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

(ঘ) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে।

বাংলা, ইংরেজী ও গণিত এ তিনটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রতিযোগিতা ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষায় যারা সফলকাম হয়, পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্য থেকে প্রতি কলেজের জন্য অন্যূন একশত পঞ্চাশ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার বা মৌখিক পরীক্ষা এবং শারীরিক যোগ্যতা নিরূপণের জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা নেয়া হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতি কলেজের আবাস স্থান সাপেক্ষে ৫০ থেকে ৬০ জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য বাছাই করা হয়। ক্যাডেট কলেজগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র সদ্য প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে সপ্তম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। আবেদনপত্রের যে অনুচ্ছেদে ভর্তির জন্য কলেজ পছন্দ করার নির্দেশ আছে সেই অনুচ্ছেদে ভর্তি হতে ইচ্ছুক কলেজকেই পছন্দের কলেজ বলে লিখতে হবে।

দৈনিক পত্রিকাতে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির পর সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ বরাবরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র ও বিবরণপত্রের জন্য দরখাস্ত করতে হয়। প্রার্থী যে কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, শুধুমাত্র সেই কলেজ থেকেই আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলাদেশের শিক্ষারমান উন্নয়নে ক্যাডেট কলেজগুলো গোড়া থেকেই একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য দেশের সকল স্তরের অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের ক্যাডেট কলেজে ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন, এটাই কলেজ কর্তৃপক্ষের কামনা। এ ব্যাপারে যেকোন তথ্যের জন্য অভিভাবকবৃন্দ কলেজ অধ্যক্ষদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

(সমাপ্ত)